

শশিষ্যের আচরণ

প্রশ্ন:- বদোন্ত শাস্ত্র মতে শশিষ্যের কায়-মন-বাক্যে গুরুর প্রতি কী রকম ব্যবহার হওয়া উচিত ?

উঃ- বদোন্ত শাস্ত্র অনুসারে গুরুর প্রতি শশিষ্যের কায় - মন - বাক্যে কমপক্ষে নম্নিলখিত ব্যবহার অত্যন্ত আবশ্যিক - কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শাস্ত্র মর্যাদা মনে চলা উচিত । যথা :-

(১) গুরুর নিকটে কখনো খালি হাতে যাওয়া নিষিদ্ধ। কমপক্ষে একটি ফুল নিয়ে প্রণাম করা উচিত।

খালি হাতে প্রণাম করা উচিত না এবং যাওয়াও উচিত নয় ।

(২) অপরগ্রহ পালনকারী গুরুর নিকটে অর্থ দিয়ে প্রণাম করা উচিত নয় ।

(৩) গুরুর চোখে চোখ রেখে কথা বলা উচিত নিষিদ্ধ , মাথা নত করিয়া বনিম্র ভাবে গুরুর হইতে নিচু আসনে বসিয়া কথা বলা উচিত।

(৪) গুরুর সোজাসুজি বা মুখোমুখি বসা উচিত নয়। উভয়পাশের মধ্য কোনো এক পাশে বনিম্র ভাবে অবস্থান করা উচিত।

(৫) গুরুর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা উচিত নয়।

(৬) গুরুর সামনে শারীরিক - মানসিক - বাক্যের বল দেখানো উচিত নয়।

(৭) গুরুর সমতুল্য আসনে বসা উচিত নয়।

(৮) গুরুর সম্মুখে জড়ো- জগতের কামনা - বাসনার কথা বলা উচিত নয়।

(৯) গুরুর সম্মুখে কোনো প্রশ্ন করতে হলেও তাঁর বনিম্র অনুমতি নিয়ে তবেই প্রশ্ন করা উচিত।

(১০) গুরুর চরণে কখনো তুলসী পাতা দিয়ে প্রণাম করা উচিত নয়।

(১১) কখনো কোনো পরিস্থিতিতে গুরুর সাথে তর্ক করা উচিত নয়।

(১২) দীক্ষা বা পূজা পার্বনে গুরুকে দক্ষিণা দেওয়া উচিত। সেই দক্ষিণা হলো ফুল এবং হরতকি।

(১৩) গুরুর অনুমতি ব্যতীত গুরুকে এবং গুরুর পরিবার কে অন্ন - বস্ত্র - অর্থ দেওয়া নিষিদ্ধ।

(১৪) গুরুর সেবা বা অন্য কিছু করিতে হলেও গুরুর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন ।

(১৫) গুরুকে সর্বদা গুরুদেবে বলিয়া সম্বোধন করা উচিত।

(১৬) গুরুর কাছে কখনো ঋণ অথবা অর্থ সাহায্য চাওয়া উচিত নয়।

(১৭) গুরুর কাছে একমাত্র আদেশ - করুণা - কৃপা - পথপ্রদর্শক এবং গুরুর প্রসাদ ইহা ব্যতীত কোনো প্রকার জড়ো বস্তুর কোনো কামনা বা চাওয়া নিষিদ্ধ।

(১৮) একমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে গুরু যদি কোনো জড়ো বস্তু আদেশে দিয়া প্রদান করেন তবেই গুরুর আদেশে পালনার্থে সেই বস্তু বনিম্র ভাবে গ্রহণ করা উচিত।

(১৯) গুরুর নমিত্তে যেকোনো কর্ম গুরুর অনুমতি ব্যতীত করা উচিত নয়।

(২০) গুরুর বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে পত্রের মাধ্যমে বা যে কোনো মাধ্যমে গুরুর অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।

(২১) গুরুর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করিলেও স্বেচ্ছা অত্যন্ত বনিম্র ভাবে চাওয়া উচিত।

(২২) গুরুর আদেশ সমাপ্ত হওয়া মাত্র বনিম্র প্রশ্নে , বনিম্র সময়ের অপব্যয়, সঙ্গে সঙ্গেই সেই আদেশে টি পূর্ণ রূপে পালন করা উচিত।

(২৩) গুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করা উচিত নয়।

(২৪) গুরুর সামনে অর্থ - রূপ - বহির্জগতের কোনো পদ গুণ - অহংকার দেখানো উচিত

নয়।

(২৫) নজিরে কর্মের অথবা নজিরে গুনের প্রশংসা নজিমুখে গুরুর সামনে কখনো বলা উচিত নয়।

(২৬) গুরুর সামনে অতি উচ্চস্বরে হাসা নিষিদ্ধ।

(২৭) গুরু যদি কাওকে দান করতে আদেশ করেনে সঙ্গে সঙ্গে গুরুর সামনে কৃপণতা বা যুক্তি দেখানো উচিত নয়।

(২৮) গুরু যদি কোনো জায়গা যেতে আদেশ করেনে বিনা তর্কে সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশ পালন করা আবশ্যিক।

(২৯) গুরুর বাহ্যিক পোশাক - পরচ্ছদ, গুরুর আচার - আচরণ, গুরুর আহার - নদ্রা, গুরুর কর্ম , গুরুর বাক্য - ব্যবহার কখনো শিষ্যের বচিার করা উচিত নয়।

(৩০) গুরুর প্রতি সন্দেহে সেকেন্ডেরে জন্মেও করা কখনোই উচিত নয়।

(৩১) গুরুর উপর কোনো কারণে অভিমান - ক্রোধ - বিরক্ত বা বিরিত হওয়া কখনো উচিত নয়।

(৩২) গুরু ব্যাক্তি বিশেষে হলেও গুরুর আত্মস্বরূপকে পরমাত্মাস্বরূপ জ্ঞান করা উচিত।

(৩৩) গুরুর বাক্যকে ব্রহ্মবাক্য জ্ঞান করা উচিত।

(৩৪) গুরুর প্রতি হিংসা, পরশ্রীকাতর করা নিষিদ্ধ।

(৩৫) গুরুর সামনে কখনোই কোনো পরিস্থিতিতে অসত্য বচন বলবে না।

(৩৬) গুরু নিন্দা করা উচিত নয়।

(৩৭) গুরু নিন্দার স্থান ত্যাগ করবে এবং গুরু নিন্দাকারী ব্যাক্তিকেও ত্যাগ করা উচিত।

(৩৮) সব ভুল ক্ৰমা যোগ্য হলেও গুরু নিন্দাকারী ব্যাক্তির অপরাধ ক্ৰমা যোগ্য নয়।

(৩৯) গুরুর প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা , ভক্তি , নিকামপ্রীতি , শালীনতা , বনিম্রতা সর্বদা থাকা উচিত।

(৪০) যদি নজিরে রুচ স্বভাব থাকে তাহা কোনো কারণেই গুরুর সামনে প্রদর্শন করা উচিত নয়।

(৪১) গুরুকে কখনও পাপ পথেরে উপার্জিত অর্থেরে দ্বারা ক্রয় করিয়া কোনো দ্রব্য কখনও প্রদান করা উচিত নয়।

(৪২) গুরুর কাছে সदा শিক্ষা - জ্ঞান - উপদেশে প্রাপ্তির মনোভাবই যাওয়া উচিত।

(৪৩) গুরুর সামনে নজিকে বালকবৎ জ্ঞান করবে।

(৪৪) গুরুর সামনে জড়ো - জাগতিক কোনো সমস্যা, পরামর্শ বা উপদেশে প্রার্থনা করলেও - গুরু তাঁর নজিরে শক্তি বলে জড়ো - জাগতিক সমস্যার সমাধান করিয়া দলে ভালো হয় এইরকম চিন্তা ভাবনা আনাও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কাজ বলে গণ্য করা হয়।

ইত্যাদি প্রকারের আরও বহুবিধ আচরণ বিধি শাস্ত্রেরে আছে। উপরোক্ত বা আরও শাস্ত্রোক্ত আচরণেরে উপযুক্ত হলে তবই দীক্ষা প্রার্থনা করা উচিত।